ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 129 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৯ ● কলকাতা ● ৩০ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ১৪ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আগামী শনিবার থেকে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক অভিযানে নামার নির্দেশ পুলিশকে!

নিজস্ব সংবাদদাতা

দায়িত্ব নেওয়ার পরেই, পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছিলেন তিনি। বার্তা দিয়েছিলেন, হাত খুলে কাজ করার। সেই বৈঠক থেকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা ও দেওয়া হয়েছিল।প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র রাজ্য জুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারই নয়, পুলিশকে দেওয়া হয়েছে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। খতিয়ে দেখতে হবে ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের পর হিংসার ঘটনায় পুলিশের দেওয়া রিপোর্টও। আরও একবার এই সব মামলা খতিয়ে দেখে দরকারে মামলাগুলির পুনরায় তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, এই নিয়েও দিতে হবে আলাদা একটি রিপোর্ট। অন্যদিকে, গতকাল রাজ্যের নারী শিশুকল্যাণ

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পর্ব 288

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এক জন্মে চৈতন্য নেওয়া ও দেওয়া দুটোই কখনও হতে পারে না। আর গ্রহণ করে অনেক চৈতন্য দেওয়া, অনুভূতি দেওয়া খুব কঠিন। কারণ তার জন্য বড় বিশাল হৃদয় চাই, বড় উদারতা চাই। কারণ যে নিজে পরিশ্রম করে, কষ্ট করে পেয়েছে, সংঘর্ষ করে পেয়েছে, ঐ জ্ঞান অন্যকে সহজে কি করে দিতে পারে? **ক্রমশঃ**

বিধবা-প্রবীণদের জন্য শুভেন্দুর উপহার, দ্বিগুণ ভাতা মিলবে এবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যে কোনও জনমুখী প্রকল্প বন্ধ হবে না। তবে সেগুলি স্বচ্ছতার সঙ্গে চালানো হবে। অন্নপূর্ণা ভান্ডার কবে দেওয়া হবে সেই ঘোষণার পর এবার রাজ্যবাসীকে আরও বড় সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী ইস্তেহারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রচারের সময়ে বিজেপির নেতারাও বলেছিলেন তৎকালীন রাজ্য সরকার যে ভাতা দেয় তাতে সংসার চালানো যায় না। তাই ক্ষমতায় এলে সেই ভাতা বৃদ্ধি করবে বিজেপি সরকার। সেগুলো যে শুধুই প্রতিশ্রুতি ছিল না সেটাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সরকার গড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ কয়েকটি বড় ঘোষণা করেছেন তিনি। যার মধ্যেই এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে রাজ্যের মানুষের কাছে বিরাট আনন্দের।

২০০০ টাকা। সূত্রের খবর, জুনের প্রথম থেকেই মিলবে ভাতাগুলি। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন ১ জুন থেকে মিলবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ৩০০০ টাকা। যেটা সরাসরি ঢুকবে বাংলার মহিলাদের অ্যাকাউন্টে।

তৃণমূলও ছাড়লেন সুজাতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌমিত্র-সুজাতা। বাঁকুড়ার রাজনীতিতে নানা কথা ঘুরেছে তাঁদের নিয়ে বারে বারে। একসঙ্গে দু'জনে এক দলের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন, আবার দু'জনে দু'জনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ২০২৪-এর ভোটে, সৌমিত্র খাঁ এবং সুজাতা মণ্ডল, দুজনে একই কেন্দ্রে দুই দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু কারণ কী? সুজাতা বলছেন, 'দল যখন ক্ষমতায় ছিল, আমরা যাঁরা মাঠে-ঘাটে যাই, মানুষের কথা শুনি, আমরা বলার চেষ্টা করেছি দলকে। দল যে সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছিল, তাদের নিয়েও বুঝতে পেরেছি। দল তখন কথা শোনেনি। তাই এখন দল ছাড়ার পর সমালোচনা করে লাভ নেই। কিন্তু অভয়ার ঘটনার সময়েও আমার বিবেক দংশন হয়েছিল। আমি কষ্ট পেয়েছিলাম, যখন শিক্ষকরা মার খাচ্ছিলেন। দেখুন আমিও একটা সময় প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছি। আমি আগে পদত্যাগ করতে চেয়েও পারিনি, কারণ পুরনো একটা ঘটনাও আমার পরিবার ভোলেনি। উলটে তাঁরা ভয় পেয়েছে।' একই আসনে সৌমিত্র-সুজাতাকে ভোট লড়ানোকে তিনি মুরগির লড়াই বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তাহলে কি এবার বিজেপিতে? আবার? যদিও সুজাতা বলছেন, এখনই সে ধরনের কোনও পরিকল্পনা নেই। সৌমিত্র জেতেন। সুজাতা হারেন। তার পরেও সুজাতা বাঁকুড়ার

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সফররত চিলির বিদেশ মন্ত্রী ফ্রান্সিসকো পেরেজ ম্যাকেন্নার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চিলির বিদেশ মন্ত্রী শ্রী ফ্রান্সিসকো পেরেজ ম্যাকেন্নার নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছে। দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করাই এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। সফরকালে চিলির বিদেশ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও প্রসারিত করাই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল। দুটি দেশের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলেছে। উভয় দেশই এই চুক্তির তাৎপর্য নিয়ে সহমত পোষণ করেছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব চিলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী পাওলা এস্তেভেজ-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ভারত-চিলি বাণিজ্য সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লিতে। এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি, কৃষি-ভিত্তিক বাণিজ্য, পরিকাঠামো, ওষুধ শিল্প, ডিজিটাল পরিষেবা, পণ্য পরিবহণ এবং উৎপাদন শিল্পের মতো ক্ষেত্রে কিভাবে সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত ও চিলি পারস্পরিক আস্থা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

(১ম পাতার পর)

আগামী শনিবার থেকে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক অভিযানে নামার নির্দেশ পুলিশকে!

দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'থানায় অভিযোগ জানাতে এলে FIR নেওয়া হবে না, এই দিনগুলো এখন আর নেই। সবাই নির্ভয়ে, শিরদাঁড়া সোজা করে কাজ করুন। রাত ৮ টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, এইরকম বার্তা আর দেওয়া হবে না।'আর এবার পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা রাজ্যের সব থানায় পুলিশের শীর্ষস্তর থেকে পৌঁছে গিয়েছে নির্দেশিকা। সেখানে বলা হয়েছে, গোটা রাজ্য জুড়ে, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে চালাতে হবে ব্যাপক অভিযান। এখানেই শেষ নয়, প্রত্যেকদিন কী কী হচ্ছে, কী কী অস্ত্র উদ্ধা হয়েছে, কোথায় কোথায় অভিযান চালানো হয়েছে, সেই রিপোর্ট দিতে হবে। শুধু প্রতিদিন রিপোর্ট দেওয়াই নয়, ২ সপ্তাহ পরে শীর্ষস্তরকে রিপোর্ট দিতে হবে যে, কী কী অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

হিংসা রুখতে পুলিশকে কড়া নির্দেশ

সূত্রের খবর, আগামী শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক অভিযানে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত অস্ত্র-বোমা উদ্ধারে পুলিশবাহিনীকে রাজ্য জুড়ে অভিযানে নামতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র অভিযানের নির্দেশই নয়, সমস্ত নির্বাচনের ওপর কড়া নজর রাখতে চায় প্রশাসন। সেই কারণেই, অভিযান শুরু করার ২ সপ্তাহ পর রিপোর্ট করতে হবে শীর্ষস্তরকে, এমনটাই বলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, থানার মালখানায় কত অস্ত্র, গোলা-বারুদ মজুত রয়েছে তা জানাতে হবে শীর্ষস্তরকে। থানায় রাখা রেজিস্টারের সঙ্গে অস্ত্র-গোলাবারুদের মিল রয়েছে কি , তা দেখে তৈরি করতে হবে রিপোর্ট। আগামী ১৫ মে-র মধ্যে এ নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

(২ পাতার পর)

তৃণমূলও ছাড়লেন সুজাতা

রাজনীতিতে ছিলেন মাঠে-ময়দানে। এবার আর থাকবেন না। তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করেছেন, জানালেন তেমনটাই। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন সুজাতা। তখন তিনি বিজেপিতে। বিজেপির প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও আইনি বাধায় নিজের লোকসভা কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে প্রচার করতে পারেননি সৌমিত্র। সেই সময়ে তাঁর হয়ে প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন সুজাতাই। কিন্তু এক বছরের মাথায়, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সৌমিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়ে যায়। ২০২১ সালে আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সুজাতাকে প্রার্থী করে তৃণমূল। কিন্তু তিনি হেরে যান। তবে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পদ পান। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্রের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী করে তৃণমূল। কিন্তু সে বারও জয়ের মুখ দেখতে পাননি তিনি। এ বার রাজ্যে পালাবদল হতেই সেই সুজাতা দল ছাড়লেন। সুজাতা বলেন, 'আমি ২ বছর আগেই দল ছাড়তে চেয়েছিলাম। তার দুটো কারণ ছিল। এক, আরজি করের ঘটনা। দুই, রাস্তায় শিক্ষককে মারধর।' সুজাতার দাবি, তিনি কখনওই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিতে চাননি। কঠিন সময়েও তিনি পদ্মশিবিরে শিবিরে ছিলেন। কিন্তু তৃণমূল তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উপর নানা রকম ভাবে চাপ সৃষ্টি করত। তা থেকেই নিস্তার পেতেই তিনি তৃণমূলে পূর্বতন শাসকদলে যোগ দিয়েছিলেন। এ বার কি তাঁর গন্তব্য বিজেপি? জবাবে সুজাতা বলেন, 'নাহ্। এখন আমি আর কোনও দলে যোগ দেব না।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরলেন সোনিয়া গান্ধী

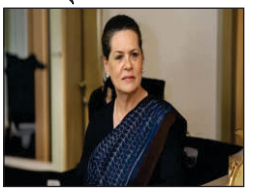

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে ঘিরে বুধবার (১৩ মে) সকালে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে— এ খবর প্রকাশ্যে আসতেই নানা জল্পনা শুরু হয় তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে।

এরপর ৬ পাতায়

জ্বালানি সাশ্রয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির কনভয়ে মাত্র দু'টি গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়ার যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার জ্বালানি সাশ্রয়ে দেশবাসীকে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার কি নিজেও সেই পথে হাঁটলেন? নজিরবিহীন পদক্ষেপ করে নিজের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে একবারে ২-এ নামিয়ে আনলেন প্রধানমন্ত্রী?প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা চলে এসেছে ভারতের দুয়ারেও। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে যেমন করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে আমজনতাকে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে, আগামী একবছর বিদেশযাত্রা কিংবা বিদেশে গিয়ে বিয়ের পরিকল্পনাও আপাতত কাটছাঁট করার আর্জি জানিয়েছেন মোদি। একইসঙ্গে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার হ্রাস, ভোজ্য তেলের ব্যবহার হ্রাস এবং সোনা কেনাও কমিয়ে আনারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির রাস্তায় মোদির সঙ্গে রয়েছে মাত্র দু'টি চারচাকা গাড়ি। সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, এসকর্ট ভ্যান, জ্যামার ইউনিট-সহ ১২ থেকে ১৫টি গাড়ি থাকে। কিন্তু জ্বালানি সাশ্রয়ে এসবই ছেঁটে ফেলে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে ১৪টি খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রস্তাবে আজ অনুমোদন দিয়েছে। সরকার ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে এই শস্যগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবথেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সূর্যমুখীর বীজ। গত বছরের তুলনায় যা কুইন্টাল প্রতি ৬২২ টাকা বেশি। এরপর, তুলোর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৫৫৭ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রামতিল এবং তিলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কুইন্টাল প্রতি যথাক্রমে ৫১৫ টাকা এবং ৫০০ টাকা।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষিকাজে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে খেত মজুরদের পারিশ্রমিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিজ নেওয়া জমির ভাড়া, বীজ, সার, সেচ সহ নানা বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের দেড়গুণ বেশি মূল্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধার্য করতে হবে। সেই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের হিসেবে মুগের ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ, বাজরা ও ভুট্টার ৫৬ শতাংশ এবং অড়হর ডালের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ বেশি হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকার কৃষিকাজে ডালশস্য, তৈলবীজ এবং শ্রী অন্ন সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালের হিসেবে ধান ৮,৪১৮ লক্ষ মেট্রিক টন সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪,৫৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৪টি খরিফ শস্যের সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন নজরে এসেছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে এই শস্যগুলি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪,৬৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮,৭৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে ধান সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ১৪টি খরিফ শস্যের ক্ষেত্রে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে সংগ্রহের জন্য কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

প্রকৃতিকে পূজা করলে বা ঈশ্বরকে ডাকলে করোনার মর্মার্থ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এরমধ্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ লুকিয়ে আছে, ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, মধ্যে প্রচুর মানুষের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা অটোমেটিক বেড়ে যায়। আর তা থেকে রক্ষা হবে করোনা ভাইরাস। আগামী দিনগুলো আরো সুস্থ-সবল ও সুন্দরভাবে বাঁচতে গেলে প্রাকৃতিক এ মাতৃরূপে উচ্চ করাটা অত্যন্ত জরুরী। সে কারণেই বহু প্রাচীনকাল হইতে এই পৃথিবী কে মাতৃ রূপে পূজা করে এসেছে তপশিলি জাতি,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কংসাবতী নদীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, জলে ডুবে মৃত্যু দুই নাবালকের

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না দুই নাবালকের। মুহূর্তের অসাবধানতায় কংসাবতী নদীর জলে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার বান্দরবনি এলাকা। বুধবার তিন বন্ধু মিলে বান্দরবনি এলাকার কংসাবতী নদীতে স্নান করতে যায়। স্নান করার সময় আচমকাই নদীর গভীর জলে তলিয়ে যায় দুই নাবালক। ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই কিশোরের।

মৃত দুই নাবালকের নাম বিধান সিংহদেব (১৪), এবং দেবেশ মাহাত (১৩)।দু'জনেরই বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বান্দরবনি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি দেখতে পেয়ে দ্রুত বিনপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে বিনপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা যৌথভাবে উদ্ধারকাজে নামেন। পরে দুই নাবালককে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবারের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি উগ্র দেবতা বলে কুখ্যাত। জ্যোতিষীদের মতে শনির কুদৃষ্টি অশুভ ফল নিয়ে আসে। সৌরজগতের শনি গ্রহ ও সপ্তাহের শনিবার দিনটি শনিদেবেরর নামে নামকরণ করা হয়। শনিদেব কে শনিশ্চর বা শনৈশ্চর নামেও ডাকা হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মেট্রোর কাজের জন্য চিংড়িঘাটায় টানা ৬০ ঘন্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কাজের জন্যে চিংড়িঘাটা মোড়ে সপ্তাহান্তে যান চলাচল আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আর বাইপাসের কিছু অংশে যান চলাচল দুই সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা করে মোট ১২০ ঘন্টা বন্ধ থাকবে। আর এই কাজের জন্যে কোন কোন রাস্তা বন্ধ থাকবে, কোন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, সবটাই আজ, বুধবার (১৩ মে) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ।প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো লাইনের সম্প্রসারণের কাজ ঝুলেছিল। পুলিশ প্রশাসনের থেকে যান নিয়ন্ত্রণের অনুমতি না পাওয়া কারণেই মেট্রোর কাজ থমকে যায়। পূর্বতন সরকার কোনও ভাবেই এর অনুমতি দিচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। শুনানি চলাকালীন আদালত কলকাতা পুলিশকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেয়। বিষয়টি নিয়ে পার্কস্ট্রিটের মেট্রো রেল ভবনে সব পক্ষের সঙ্গে বসে বৈঠক হয়। যেখানে স্থির হয়, গত বছর নভেম্বর থেকে পিলার বসানোর কাজ শুরু হবে। ৯ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু পরে জানা যায়, এনওসি না মেলায় কাজ হচ্ছে না। ফের আদালতের দ্বারস্থ হন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার যুক্তি দেয় যে, সেই সময় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান এবং গঙ্গাসাগর মেলা রয়েছে, তাই ট্রাফিক আটকে দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্য ও ট্রাফিক পুলিশকে দুই সপ্তাহ রাতের ট্রাফিক ব্লকের তারিখ চূড়ান্ত করতে হবে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি, বরং হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় তৎকালীন রাজ্য সরকার। সেখানে তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১৫ মে, শুক্রবার রাত ৮ টা থেকে ৬০ ঘন্টার জন্যে চিংড়িঘাটা মোড়ের উত্তরদিকে যান চলাচল আংশিক বন্ধ থাকবে। ১৮ মে সোমবার সকাল ৮ টা থেকে রাস্তা পুনরায় খুলে দেওয়া হবে। এরপর ২২ মে, শুক্রবার রাত ৮ টা থেকে ২৫ মে, সোমবার ৮ টা পর্যন্ত ওই রাস্তায় দক্ষিণমুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

প্রথম পর্যায়ে চিংড়িঘাটার উড়ালপুলের নীচে ইএম বাইপাসের পশ্চিম দিক বন্ধ থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিংড়িঘাটার ক্রসিংয়ের কাছে ইএম বাইপাসের পূর্ব দিকে বন্ধ রাখা হবে। সমস্ত গাড়িগুলিকে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, বাইপাসের পশ্চিম দিক বন্ধ থাকাকালীন সল্টলেক এবং বিমানবন্দরগামী সমস্ত গাড়ি এনএক্স হোটেলের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেই গাড়িগুলিকে চিংড়িঘাটার উত্তরমুখী রাস্তা ধরতে হবে। তবে সল্টলেক বা নিউটাউনের দিকে থেকে বাইপাসের দিকে যাওয়া গাড়িগুলির পথ পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইপাসের পূর্ব দিক বন্ধ থাকার কারণে গাড়িগুলিকে এনএক্স হোটেলের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। দক্ষিণমুখী সমস্ত গাড়িকে চিংড়িঘাটা ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা বাইপাসের পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে পারবে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে হাডকো মোড়, কাঁকুরগাছি ক্রসিং বা অন্য কোনও ক্রসিং থেকে দক্ষিণমুখী কোনও পণ্যবাহী গাড়িকে চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ের দিকে যেতে দেওয়া হবে না।

রেশন থেকে আটা বাদ! গম দেবে সরকার, দুর্নীতিতে 'জিরো টলারেন্স' নতুন খাদ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রেশন ব্যবস্থায় বড় বদল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার—এবার থেকে আর আটা নয়, উপভোক্তাদের দেওয়া হবে গম। নতুন খাদ্যমন্ত্রী অশোক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েই এই সিদ্ধান্ত, যাতে সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা যায়।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর থেকেই খাদ্য ও সরবরাহ দফতরে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন অশোক কীর্তনিয়া। বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পর তিনি জানান, সরকারি গুদামে যতটুকু আটা মজুত রয়েছে, তা বিলি করা হবে, তবে নতুন করে আর আটা সংগ্রহ করা হবে না। পরিবর্তে উন্নত মানের গম সরবরাহের ওপর জোর দেওয়া হবে।

খাদ্যমন্ত্রীর মতে, আটা সরবরাহ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে মান নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। সেই কারণে সরাসরি উৎসে—অর্থাৎ গম—সরবরাহ করলে গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হবে এবং অনিয়মের সুযোগও কমবে।

শুধু খাদ্যসামগ্রীর মান নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর বার্তা

এরপর ৬ পাতায়

মোদীর ডাকে সাড়া, কমানো হল শুভেন্দুর কনভয়, বাসে চেপে শপথ নিতে এসে নজির গড়লেন বিধায়করা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিনেই প্রশাসনিক খরচ কমানো ও জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিতে উদ্যোগী হল নতুন বিজেপি সরকার। বুধবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথ অনুসরণ করে নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কার মধ্যেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি তাঁর কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এবার সেই একই নীতি অনুসরণ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ, বিধানসভায় শপথ নিতে যাওয়ার আগেই এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।

শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিতে বিজেপি বিধায়কদের একাংশও এদিন বাসে করে বিধানসভায় পৌঁছন। দলীয় সূত্রে দাবি, সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ের বার্তা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভবিষ্যতে মন্ত্রীসভা গঠনের পর রাজ্যের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নিয়ম কার্যকর হতে পারে।

ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে সপ্তাহে একদিন ‘নো ভেহিকেল ডে’ চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই মডেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অনুসরণ করতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। ফলে আগামী দিনে সরকারি স্তরে আরও কিছু সাশ্রয়মূলক পদক্ষেপ দেখা যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নতুন সরকারের সূচনাতেই জ্বালানি সাশ্রয় ও প্রশাসনিক মিতব্যয়িতার বার্তা সামনে এনে আলাদা রাজনৈতিক ইঙ্গিত দিল বিজেপি নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

(৩ পাতার পর)

জ্বালানি সাশ্রয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির কনভয়ে মাত্র দু'টি গাড়ি

ছোট করা হয়েছে।

বুধবারই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানোর জন্য। এই পদক্ষেপের জেরে নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করে নির্দেশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, আরও একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজের কনভয়ে বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, বৈদ্যুতিন গাড়ি ব্যবহারের জন্য নতুন করে কোনও গাড়ি কেনা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে শোনা গেল, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা দু'টি করে দেওয়া হয়েছে।

(৫ পাতার পর)

রেশন থেকে আটা বাদ! গম দেবে সরকার, দুর্নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স’ নতুন খাদ্যমন্ত্রীর

দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, “এক টাকার দুর্নীতিও বরদাস্ত করা হবে না।” জুন মাস থেকে কোনও রেশন দোকানে নিম্নমানের চাল দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সরাসরি লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

এছাড়াও ভুয়ো রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে চলেছে দফতর। যাঁদের বৈধ পরিচয়পত্র নেই, তাঁরা সরকারি সুবিধা থেকে বাদ পড়বেন—এই বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের লক্ষ্য, প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে সঠিকভাবে রেশন পৌঁছে দেওয়া।

পূর্বতন সরকারের আমলে খাদ্য দফতর ঘিরে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলিও নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন কীর্তনিয়া। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না, এমনই কড়া অবস্থান নিয়েছে সরকার।

প্রশাসনিক মহলের মতে, খাদ্য দফতরে এই ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি কার্যকর হলে রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়বে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরানো সম্ভব হবে।

(৩ পাতার পর)

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরলেন সোনিয়া গান্ধী

প্রথমদিকে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, ছোট একটি অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি।তবে পরে পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় কংগ্রেস।

এক বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানান, এটি ছিল সম্পূর্ণ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর সোনিয়া গান্ধী বাড়িও ফিরে গিয়েছেন। বর্তমানে ৭৯ বছর বয়সি এই নেত্রী দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। এ বছরের মার্চ মাসে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে।

তখন হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছিল, ঠান্ডা আবহাওয়া ও দূষণের কারণে তার শ্বাসকষ্ট কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি বাড়ি ফেরেন। এর আগেও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সর্দি-কাশির সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সোনিয়াকে। গত কয়েক বছর ধরে একাধিকবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। ২০২২ সালে দুইবার করোনাতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সক্রিয় রাজনীতিতে আগের তুলনায় কম দেখা গেলেও কংগ্রেস এবং বিরোধী রাজনীতিতে এখনো খুব প্রভাবশালী মুখ সোনিয়া। দলীয় কৌশল, জোট রাজনীতি এবং জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এখনো তার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

বুধবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর সামনে আসতেই কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে দলের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়, উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু নেই। সেই ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলেও অনেকটাই স্বস্তি ফিরে আসে।

সিনেমার খবর

অনন্যা অতীত, নতুন প্রেমে আদিত্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিপাড়ায় সম্পর্কের ভাঙা-গড়া লেগেই থাকে। কিন্তু যখন অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুর আর তারা সুতারিয়ার মতো দুই 'সিঙ্গেল' হার্টথ্রবের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন গুঞ্জন থামানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ফিল্মফেয়ারের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বি-টাউনের নতুন 'পাওয়ার কাপল' হতে চলেছেন আদিত্য ও তারা সুতারিয়া। আর সেই খবর ঘিরেই এখন সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে শুরু হয়েছে তোলপাড়। বছর দুয়েক ধরে চুটিয়ে প্রেম করার পর গত ২০২৪ সালের এপ্রিলেই অনন্যা পান্ডে আর আদিত্যের সম্পর্কে ইতি পড়েছিল।

অনন্যার 'ক্রিপ্টিক' সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট বা ট্র্যাভেল ছবি—সবকিছুতেই ফুটে উঠেছিল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। পরে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অনন্যা পান্ডে জানিয়েছিলেন—পুরোনো সম্পর্কের মায়া কাটিয়ে তিনি এখন নিজের কাজ আর পোষ্যকে নিয়েই ব্যস্ত। যদিও আদিত্য এই বিচ্ছেদ নিয়ে বরাবরই মৌনব্রত পালন করেছেন। তবে তার 'সিঙ্গেল' স্ট্যাটাস নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না।

এর আগে বীর পাহাড়িয়ার সঙ্গে তারা সুতারিয়ার প্রেম নিয়ে একসময় উত্তাল ছিল বলিপাড়া। কিন্তু চলতি বছরের শুরুতেই সেই সম্পর্কেও ভাঙন ধরে। জানা গেছে, এপি ধিলোর কনসার্টে তারার পারফরম্যান্স ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বীরের সঙ্গে তার মনোমালিন্য শুরু হয়। যদিও তারা সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বীর এখন তারার জীবনে 'সাবেক'।

এদিকে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন পার্টি থেকে শুরু করে ঘরোয়া আড্ডা— ইদানীং প্রায়ই আদিত্য ও তারাকে একসঙ্গে দেখা গেছে। 'ফিল্মফেয়ার' দাবি করেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে দুজনে একে অপরের সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করছেন। আদিত্যর মার্জিত স্বভাব আর তারার গ্ল্যামারাস উপস্থিতি— নেটিজেনরা ইতোমধ্যে তাদের জুটিকে 'পারফেক্ট' তকমা দিয়েছেন।

যদিও এ দুই তারকা এখনো মুখে কুলুপ এঁটেছেন চর্চিত প্রেম নিয়ে, কিন্তু ওই যে কথায় আছে— যা রটে তার কিছু তো বটে। তবে অনন্যা পান্ডে আর বীর পাহাড়িয়ার অধ্যায়ের যে নতুন শুরু তা তাদের ঘনঘন একসঙ্গে উপস্থিতিই বলে দিচ্ছে।

ভুল পথে হেঁটে শিখলেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্ল্যামার জগতের ঝকঝকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অনেক অন্ধকার গল্প। শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুর সম্প্রতি নিজের জীবনের এক কঠিন অধ্যায় নিয়ে মুখ খুলেছেন।

জীবনের এক ভয়াবহ ট্রমার পর নিজেকে সামলাতে না পেরে কীভাবে মদ্যপানের নেশায় ডুবেছিলেন তিনি, সেই সত্যই এখন চর্চার কেন্দ্রে। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এসে নিজের মানসিক যন্ত্রণার কথা অকপটে স্বীকার করেন অভিনেত্রী।

জাহ্নবী জানান, সেই সময়টা তার জন্য একেবারেই স্বাভাবিক ছিল না। কোনও এক গোপন ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই নেশার আশ্রয় নেন।

জাহ্নবীর কথায়, আমি বলব না যে আমার আসক্তি তৈরি হয়েছিল বা আমি মদের অপব্যবহার করছিলাম, কিন্তু আমি ঘন ঘন মদ্যপান করতে শুরু করেছিলাম। মনের ভেতর একটা জেদ চেপে বসেছিল যে- আমায় নেশা করতেই হবে।

তবে এই অভ্যাস খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি ভুল পথে হেঁটে শিখলেন। বুঝতে পারলেন সঠিক পথে নেই। অভিনেত্রী লক্ষ্য করেন, মদ্যপানের ফলে তার শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর যে 'হ্যাংওভার' হতো, তাতে বেশ সমস্যা হত অভিনেত্রীর। ধীরে ধীরে নিজেই নিজেকে নেশা মুক্ত করেন অভিনেত্রী।

ব্যক্তিগত জীবনের এই চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জাহ্নবী এখন ক্যারিয়ারে মনোযোগী। গত বছর বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে 'সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী' ছবিতে তাকে দেখা গিয়েছিল। এবার তিনি পা রাখতে চলেছেন দক্ষিণী ছবিতে।

মেগাস্টার রাম চরণের বিপরীতে 'পেডিড' ছবিতে দেখা যাবে তাকে। বারবার মুক্তির তারিখ বদলানোর পর শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের ৬ জুন বড় পর্দায় আসছে এই ছবি। ট্রমা বা অবসাদ কাটিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর এই গল্প শুনে খুশি অভিনেত্রীর ভক্তরা।

বেশি জুম করবেন না, পাপারাজ্জিদের কারিশমা কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আপনি প্রায়শই সেলিব্রিটিদের এমন ভিডিও দেখেছেন, যেখানে তারা পাপারাজ্জিদের অনুরোধ করেন যেন ভিডিও বানানোর সময় তাদের শরীরের কোনো অংশে জুম না করা হয়। অনেক সেলিব্রিটি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেও সেই অনুরোধ করেছেন। সম্প্রতি বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায় অভিনেত্রী পাপারাজ্জিদের বলছেন— 'বেশি জুম করবেন না'।

সামাজিক মাধ্যমের কারিশমা কাপুরের সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে। এবং নেটিজেনদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সেই ভিডিওটির কমেন্টবক্সে এক নেটিজেন লিখেছেন — এটা খুব দুঃখজনক যে, একজন মেয়েকে বলতে হচ্ছে যে, জুম করবেন না। আরেক নেটিজেন লিখেছেন— যদি একজন নারীকে এটা বলতে হয়, তাহলে

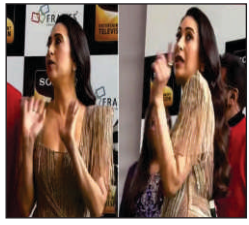

আমাদের ভাবা দরকার যে, আমরা কতটা ভুল পথে যাচ্ছি। অন্য আরেক নেটিজেন লিখেছেন— আমার মনে হয় সব সেলিব্রিটিকে এমন লোক নিয়োগ করা উচিত, যারা পাপারাজ্জিদের সামনে তাদের পেছন থেকে কভার করবে, তাহলে হয়তো তারা বুঝবে যে এমনটি করা কতটা ভুল।

অভিনেত্রী কারিশমা কাপুর, টেরেন্স লুইস ও গীতা কাপুরকে শিগগিরই 'ইন্ডিয়াস বেস্ট ড্যান্সার' সিজন ৫-এ বিচারক হিসেবে দেখা যাবে। সব বিচারক সেটের বাইরে পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দিচ্ছিলেন। কারিশমা কাপুরও পোজ দেন। ক্যামেরার সামনে থেকে সরে যাওয়ার আগে কারিশমা কাপুর পাপারাজ্জিদের সেই সতর্কবার্তা দেন।

উল্লেখ্য, নব্বই দশকের অন্যতম সফল অভিনেত্রী ছিলেন কারিশমা কাপুর। সবশেষ ২০২৪ সালের 'মার্ডার মুবারক'-এ দেখা গিয়েছিল এ অভিনেত্রীকে। সেই সিনেমায় কারিশমা কাপুরের সঙ্গে পঙ্কজ ত্রিপাঠি, সারা আলি খান, বিজয় ভার্মার মতো অভিনেতারা ছিলেন।

'ইন্ডিয়াস বেস্ট ড্যান্সার, সিজন ৫' শুরু

'ইন্ডিয়াস বেস্ট ড্যান্সার, সিজন ৫' আগামী ৯ মে থেকে সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন এবং সনি লিভে প্রচার করা হবে। এই শো প্রতি শনি ও রবি রাত ৯টায় দেখা যাবে। ড্যান্সারদের এই সিজন 'ইন্ডিয়া ওয়ালা ড্যান্স' থিমের সঙ্গে আসছে, যা ফ্রিস্টাইল এবং বলিউড নাচের মিশ্রণের ওপর কেন্দ্রিক হবে।

প্রয়াত টুটু বসু, অভিভাবকহীন মোহনবাগান!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এ যেন এক যুগের অবসান। দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মোহনবাগানের প্রাণপুরুষ স্বপনসাধন (টুটু) বসু। সোমবারই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর মৃত্যুর ফলে ইতিমধ্যেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় ফুটবলে ।

মঙ্গলবারই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান বর্তমান ফুটবল প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ও বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের এই প্রাণকর্তা। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করাও সম্ভব ছিল না তাঁর জন্য। সোমবার রাতে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ভেন্টিলেশনেই রাখা হয়েছিল তাঁকে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ফুটবলের সঙ্গে নিজের দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছিলেন টুটু বসু। তাঁর অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন ছিলেন রাজ্যের হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী। রসগোল্লা মানে যেমন কলকাতা, তেমনই মোহনবাগানের অর্থ টুটু বসু – এমনই বুঝতেন মোহন সমর্থকেরা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এরপরেই যেন তাঁর সাজানো বাগানে নেমে আসে এক অপার নিস্তব্ধতা। ১২ মে ২০২৬, রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মোহনবাগানের এই প্রবাদপ্রতিম কর্তা। রেখে গেলেন তাঁর 'সাজানো বাগান'কে।

গতবছরের ৩০ জুলাই মোহনবাগান দিবসে 'মোহনবাগান রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে। পুরস্কার পেয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন এই বর্ষীয়ান কর্তা।বলেছিলেন,"আগামী জন্মেও মোহনবাগান সমর্থক হয়েই জন্মাতে চাই।" সঙ্গে ক্লাবকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বলেছিলেন,"এই টাকাটা দিয়ে আমাকে একটা লাইফ মেম্বারের পদ দিও। পরজন্মেও যাতে এই কার্ডটা নিয়ে মাঠে ঢুকতে পারি।" একই সঙ্গে মোহনবাগানের ক্যান্টিন যেন তাঁর নামে করা হয়, এমন আবদার করেছিলেন টুটু বসু। আজকের পর সবই স্মৃতি।

১৯৯১ সালে প্রথমবার বাগানের সচিব হন টুটু বসু। ধীরেন দে-র বদলে তাঁর উঠে আসা যেন ধূমকেতুর মতো। এরপরেই বাগানে শুরু হয় টুটু-অঞ্জন যুগ। দুজনে একের পর এক কীর্তি ঘটিয়েছেন ক্লাবের জন্য। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন অঞ্জন মিত্র। এরপরে ক্লাবের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। মোহনবাগানের বহু খারাপ সময়ে দলকে একা উৎরে দিয়েছেন তিনি। স্পনসরহীন বাগান দলকে বহুদিন একার কাঁধে বসিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছেন টুটু বসু। চিমা ওকোরি হোক বা ওডাফা ওকোলি বা সাম্প্রতিক সময়ের সনি নর্ডি – সবাই তাঁর জাদুবলেই দলে এসে দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অন্য উচ্চতায়। তবে আজ তাঁর চলে যাওয়াতে যেন অভিভাবক হারাল মোহনবাগান। নামে 'সুপারজায়ান্ট' থাকলেও, কলকাতা ময়দানের 'জায়ান্ট' কর্তা আজ সত্যিই চলে গেলেন অসীমে।

গুজরাতের জয়ে পাল্টে গেল প্লে-অফের সমীকরণ! ধাক্কা আরসিবির, চেন্নাই পেল অক্সিজেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলের প্লে-অফের সমীকরণ প্রতি ম্যাচে বদলে যাচ্ছে। মঙ্গলবার সেই অঙ্ক পুরো উলটে দিল গুজরাত টাইটান্স। শুভমান গিলের দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮২ রানে উড়িয়ে দিয়ে শুধু শীর্ষেই উঠল না, কার্যত প্লে-অফের দিকে এক পা বাড়িয়ে দিল।

হিসেব বলছে, ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে গুজরাত। সাধারণত এই সংখ্যাকেই প্লে-অফের 'ম্যাজিক নম্বর' ধরা হয়। সরকারি সম্প্রচারকারী চ্যানেলের গণিতে, গতরাতের জয়ের পর গুজরাতের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪.৯ শতাংশ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, শুভমানরা লড়াই জিতলেও চাপ বেড়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (RCB) উপর। আরসিবির সম্ভাবনা ৮০.১ থেকে নেমে হয়েছে ৭৯.৭ শতাংশ ।

অন্যদিকে, কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছে চেন্নাই সুপার কিংস (CSK)। সম্ভাবনা ৪২.৭ থেকে বেড়ে এখন ৪২.৮ শতাংশে। আইপিএলে কখনও কখনও দশমিকের পরের অঙ্কও নির্ণায়ক হয়ে ওঠে!

হায়দরাবাদকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিল গুজরাত

১৬৯ রানের লক্ষ্য খুব বড় ছিল না। কিন্তু সানরাইজার্স (SRH) যেভাবে ব্যাট করল, তাতে মনে হচ্ছিল পিচে অন্য কোনও খেলা চলছে। কাগিসো রাবাডা বিধ্বংসী। নতুন বলে ৪ ওভারে ৩ উইকেট। অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষাণ, আর স্মরণ—কেউই তাঁর সুইং-লাইন সামলাতে পারেননি। মহম্মদ সিরাজও প্রথম ওভারে ট্র্যাভিস হেডকে ফিরিয়ে জোরদার ধাক্কা দেন। মাঝের ওভারে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলেন জেসন হোল্ডার। তিন উইকেট তুলে হায়দরাবাদের ইনিংস একা হাতে ভেঙে দেন। ১৪.৫ ওভারে ৮৬ অলআউট গোটা দল। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ১৯-ই সর্বোচ্চ স্কোর। এই পরিসংখ্যান ম্যাচের ছবি বুঝিয়ে দেয় ।

মর্মান্তিক পরাজয়ের জেরে হায়দরাবাদের প্লে-অফ সম্ভাবনা ৮০ থেকে নেমে হয়েছে ৬৫.৭ শতাংশ। অর্থাৎ, এক ম্যাচেই প্রায় ১৫ শতাংশের ধাক্কা।

সাই-ওয়াশিংটনের দুরন্ত বোঝাপড়া

এর আগে গুজরাতের ব্যাটিংও খুব একটা মসৃণ ছিল না। গতির উইকেটে রান তোলা এমনিতেই কঠিন। আর এখানেই পার্থক্য গড়ে সাই সুদর্শন এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। সাই ৪৪ বলে ৬১ করেন। পাঁচটি চার, দু'টি ছয়। শুরুতে ঝুঁকি নেননি। উইকেট ধরে রেখে পরে গতি বাড়িয়েছেন।

ওয়াশিংটন খেলেন দ্রুততর মেজাজে। ৩৩ বলে ৫০। ইনিংস সাতটি চার এবং একটি ছক্কায় সাজানো। এই ৬০ রানের জুটিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হায়দরাবাদের হয়ে প্রফুল হিঙ্গে দুই উইকেট নিলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই পরিশ্রম মাঠে মারা গিয়েছে ।

এখন কার সামনে কেমন রাস্তা?

গুজরাতের টিকিট প্রায় নিশ্চিত। আরসিবিও ভাল জায়গায়, যদিও চাপ বেড়েছে। কারণ নেট রান রেট এবং বাকি ম্যাচের ফলাফল—দুটোই এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। আশার আলো দেখছে পঞ্জাব কিংসও। প্লে-অফের সম্ভাবনা সামান্য বেড়ে ৬২.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত অবস্থায় চেন্নাই। সম্ভাবনা এখনও ৫০ শতাংশের নীচে। কিন্তু অন্য দলগুলো পয়েন্ট ফেলতে শুরু করায়, সঞ্জু-ঋতুরাজদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR